দৈনিক ইনকিলাব

44

তারিখ ... ...APR. 1 2 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বুধবার ২৯ চৈত্র ১৪০৬, ১২ এপ্রিল ২০০০

পরীক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে পরীক্ষার্থীদের যখন লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, রাজধানীর মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১৩২ জন পরীক্ষার্থী তখন চৈত্রের প্রখর রোদ ও তাপের মধ্যেও রাজপথে মিছিল-সমাবেশ করছে। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও যোগ না দিয়ে পারেননি। তাদের দাবী মাত্র দু'টি। প্রথমতঃ এই ১৩২ জনকে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

বলা দরকার যে, বহুল আলোচিত এবং অত্যন্ত আশংকাজনক এ ঘটনা বা এর কারণের জন্য ১৩২ জন পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা আদৌ দায়ী নন, দায়ী মতিঝিল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কর্তৃপক্ষ। ঘটনার বিবরণীতে জানা গেছে, এসব পরীক্ষার্থী ১৯৯৮ সালে মানবিক শাখায় ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রণীত সিলেবাস অনুসরণ করতে পারেনি। সিলেবাসে বলা হয়েছে, 'ক' গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সমাজকল্যাণ বিষয়গুলোর মধ্যে যে কোনো দু'টি বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে 'খ' গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত ভূগোল, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ইসলামী শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও কম্পিউটারের মধ্যে একটি বিষয় বাধ্যতামূলক এবং অন্য একটি ঐচ্ছিক হিসেবে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু মতিঝিল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভ্রান্তিকর প্রোসপেক্টাস দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের অনেকেই 'ক' গুচ্ছ থেকে দু'টি বিষয়কে বাধ্যতামূলক হিসেবে না নিয়ে নিয়েছে 'খ' গুচ্ছ থেকে। কর্তৃপক্ষ ভুলটি ধরেনি, পরীক্ষার্থীদেরকেও জানায়নি। এভাবেই শিক্ষাবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে, কর্তৃপক্ষ বিপুল অর্থের বিনিময়ে এইচএসসি পরীক্ষার ফরমও পূরণ করিয়েছে।

ভুল ধরা পড়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে, মাত্র কয়েকদিন আগে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সিলেবাস অনুসরণ না করার কারণে ১৩২ জন ছাত্রী আসন্ন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। সেই থেকে শুরু হয়েছে পরীক্ষার্থীদের আন্দোলন। কিন্তু অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক এ আন্দোলনকেও শান্তিপূর্ণ থাকতে দেয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ পুলিশ ও গুণ্ডাদের দিয়ে ছাত্রীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে এবং কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। অন্য অনেকভাবেও কর্তৃপক্ষ সত্য এড়িয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ওদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছে এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনাকালে শিক্ষামন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তিনি সেই সাথে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে এই ১৩২ জনের পক্ষে আগামী বছর পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব। অর্থাৎ, একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আলোচ্য ১৩২ জন তাদের শিক্ষাজীবন থেকে অন্তত একটি বছর হারিয়ে ফেলেছে এবং আগামী বছরেও তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে কিনা, সে বিষয়েও এখনো সংশয়মুক্ত হওয়া যায়নি।

আমরা মনে করি, যে কোনো মূল্যায়নে এটা এক নিন্দনীয় এবং আগ্রহণযোগ্য ঘটনা। কারণ পর্যালোচনায় দেখা যাবে, বিষয় বাছাই ও রেজিস্ট্রেশন থেকে ফরম পূরণ করা পর্যন্ত কোনো স্তরেই ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রীদের কোন দোষ বা দায়িত্ব নেই। বোর্ডের সিলেবাস সম্পর্কে তাদের জানতে দেয়া হয়নি, পাশাপাশি মতিঝিল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রোসপেক্টাসের মাধ্যমে ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করেছে, ক্ষতির শিকার বানিয়েছে। অন্য দু'টি কারণেও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, সিলেবাসের 'ক' গুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একমাত্র অর্থনীতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা সেখানে নেই। দ্বিতীয় কারণটি হলো, ভুলের কথা জানিয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে তিন-তিনবার চিঠি পাঠানোর পরও কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আর সে কারণেই ১৩২ জন ছাত্রীর শিক্ষাজীবন আজ বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এখানেও শেষ নয়। কর্তৃপক্ষের একই ভুল ও অবহেলার কারণে আগামী বছরের ১৪৭ জন পরীক্ষার্থীও পরীক্ষা দিতে পারবে না বলে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে।

আমরা মনে করি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের এই অবহেলা ও অন্যায় এককথায় কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অমার্জনীয় এবং এজন্য তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বোর্ডের সিলেবাস পাশ কাটিয়ে কেন তারা পাঁচটির স্থলে মাত্র একটি বিষয় পড়ানোর আয়োজন রেখেছে এবং কেন দিয়েছে বিভ্রান্তিকর প্রোসপেক্টাস– এ দু'টি ব্যাপারে যেমন তদন্ত হওয়া দরকার, তেমনি দরকার এই প্রশ্নেরও জবাব জানা যে, বোর্ডের তিন-তিনটি চিঠি পাওয়ার পরও কেন তারা সময় থাকতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা মনে করি, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হওয়া উচিত এবং সেজন্যই ব্যবস্থা নেয়া উচিত কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আমরা একই সঙ্গে বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রতি জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানাই– যাতে এই ১৩২ জনের পক্ষে এ বছরের পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব হয়। আমাদের ধারণা, ফলাফল যেমনই হোক না কেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ সদয় হলে ১৩২ জনই নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি নিতে এবং পরীক্ষায় অংশ নিতে সক্ষম হবে।